ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

নাগরিক অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ইসলাম

আব্দুল্লাহ আল মামুন*

[সারসংক্ষেপ : *মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে মানবাধিকারের ধারণাও বিকশিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগে ও সভ্যতায় মানবাধিকার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কল্যাণকামিতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষার তত্ত্বগত নিশ্চয়তা প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে মদীনা সনদ, ম্যাগনাকার্টা, বিল অব রাইটস, ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা, জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষণাসহ বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় সকল উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবুও বর্তমান পৃথিবীর মানবাধিকারের নীতিগত ও আইনী কাঠামোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক উচ্চারিত পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৪৮ সালে ঘোষিত জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা। এই ঘোষণার দীর্ঘ ৪৩ বছর পর ১৯৯০ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ঘোষিত ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে কায়রো ঘোষণা ঘোষিত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপর্যুক্ত দুটি ঘোষণায় নাগরিক অধিকার হিসেবে বর্ণিত অধিকারসমূহকে পৃথক করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে ১২টি নাগরিক অধিকার আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঘোষণা দুটি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত হওয়ার কারণে অনেক অধিকারই এমন রয়েছে যে, সেগুলোর শ্রেণীবিন্যাস যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কিছু ক্ষেত্রে দুটি ঘোষণা ও কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের মধ্যে আন্তঃতুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনান্তে বুঝা যায় যে, জাতিসংঘের ঘোষণার বহু পূর্বেই ইসলাম মানবাধিকারের ঘোষণা কুরআন ও সুন্নাহয় জোরালো ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিমগণ তা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বাস্তবায়ন করেছে। তারপরও কায়রো ঘোষণা ইসলামে মানবাধিকারের ব্যাপারে একটি অনবদ্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।]*

মূল শব্দসমূহ

অধিকার, নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, ইসলাম, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ।

* শিক্ষক, পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উত্তরা, ঢাকা।

ভূমিকা

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নাগরিক বলে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের কাছেও নাগরিকের অধিকার রয়েছে। অন্যের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে রাষ্ট্রের বিধিমত বাধাহীন, সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সমাজের সকল ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকারসমূহই হলো নাগরিক অধিকার। সাধারণত আইনি ঘোষণা বা সাংবিধানিক বিধিমতে প্রয়োজনে আইনের রক্ষকদের দ্বারা এসব অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।

আধুনিক যুগে বিশেষ করে আমেরিকার দাসপ্রথা বিলুপ্তির সময় থেকে বিশ্বব্যাপী নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলন ঐ অধিকারসমূহের নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রণীত "সিভিল রাইটস অ্যাক্ট" দেশবাসীর নাগরিক অধিকারের বাস্তব রূপ প্রদান করে এবং তা প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত করে। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকারসমূহ ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধিবদ্ধ রয়েছে এবং এসবের প্রয়োগ উচ্চ আদালতের মাধ্যমে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ অধিকারগুলোর কয়েকটি হচ্ছে: আইনের চোখে সবাই সমান, ধর্ম, জাতি, জাত, বর্ণ, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থান নিয়ে কোন বৈষম্য সৃষ্টি না করা, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে জনজীবনে নরনারীর সমানাধিকার, রাষ্ট্রের চাকুরিতে সমান সুযোগ, আইনের সংরক্ষণের অধিকার, ব্যক্তিজীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, বেআইনি গ্রেফতার ও আটক রাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা, চলাফেরায় স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, সংঘ-সমিতি করার স্বাধীনতা, চিন্তা, বিচারবুদ্ধি ও বাক স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং বাসস্থানের নিরাপত্তা ও যোগাযোগের গোপনীয়তা। OIC এর Cairo Declaration (কায়রো ঘোষণা) তে ২৫টি ধারা ও ৩৭টি উপধারায় ইসলামের নাগরিক অধিকারসমূহ স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে।

বর্তমানে মানবাধিকারের পোশাকধারী পশ্চিমা বিশ্ব তথা কিছু অমুসলিম মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপবাদ বারবার দিয়ে যাচ্ছে। তারা মিডিয়ায় মুসলিম সমাজের কিছু চিত্র তুলে ধরে ইসলামের নামে নানা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। অথচ মানবতার সূচনা থেকেই ইসলাম মানবকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, যা কোন ধর্ম, রাষ্ট্র, সংস্থা বা সনদ দিতে পারেনি। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা তথা অমুসলিমদের অজ্ঞতা ও কিছু মুসলিমের সীমাহীন বাড়াবাড়িই ইসলামের এ মহান আদর্শকে কলুষিত করছে। ইসলাম শুধু মানুষকেই না; অন্য সব প্রাণিকেও যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। সব জীবের অধিকার একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করেছে। এজন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।[১]

১. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭

ইসলাম ও পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য ও প্রকারভেদ

মানবাধিকার শব্দটিকে আলাদা করলে দু'টি শব্দ পাওয়া যাবে। একটি মানব, অন্যটি অধিকার। অর্থাৎ মানবাধিকার শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে মানুষের অধিকারকে। তাহলে মানবাধিকার হলো মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার, যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। যদিও অধিকার বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয়েছে তা এখন পর্যন্ত একটি দর্শনগত বিতর্কের বিষয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২ (চ) ধারা অনুসারে "মানবাধিকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন (Life) অধিকার (Liberty) সমতা (Equality) ও মর্যাদা (Dignity) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার।[২]

অন্যকথায়, মানবাধিকার হলো মানুষকে দেয়া এক ধরনের অধিকার, যেটা তার জন্মগত এবং অবিচ্ছেদ্য। যে ক্ষমতা সে ভোগ করবে এবং চর্চা করবে অবাধে। তবে বিষয়টি অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্ট বর্জিত হতে হবে।[৩]

ইসলামের দৃষ্টিকোণে মানবাধিকার হলো, জীবন ধারণের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় শরী'আহ স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ।[৪] এখানে অধিকারটি শরী'আহ স্বীকৃত হতে হবে। যেমন, কোন মুসলিম মদ বা শূকরের মাংস খেতে চাইলে তাকে সেটা থেকে বারণ করা তার অধিকারের খর্ব নয়।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার

২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়েবসাইট ও মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রদিবেদন, ২০১৩, পৃ. ৫৪ থেকে সংগৃহীত। http://www.nhrc.org.bd/hr.html

৩. মো: শহীদুল ইসলাম, *মানবাধিকার তত্ত্ব-তথ্য*, ঢাকা : পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ২৭

৪. মুস্তফা আহমাদ যারকা, *আল-মাদখাল আল ফিকহীল 'আম*, দামেশ্ক : দারুল কলম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.,খ. ৩, পৃ. ৯-১০

লক্ষ্য নিয়ে এই সনদ ঘোষিত হয়। মানবাধিকার বিষয়টি অনেক ব্যাপক হওয়ায় এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় বলে আলোচ্য প্রবন্ধে শুধু নাগরিক অধিকার নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ, OIC এর Cairo Declaration (কায়রো ঘোষণা) ও ইসলামের বিধান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ইসলামে মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

ইসলামে মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. **তাওহীদে বিশ্বাস :** ইসলামে মানবাধিকারের মূল হলো তাওহীদে বিশ্বাস। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এটাই সব অধিকার ও স্বাধীনতার মূল উৎস। কেননা আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান, মানুষ স্বাধীনই থাকুক। মানুষ হয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত বা পূজা করা কোনভাবেই বিবেকের স্বাধীনতা বলা যায় না। তাই ইসলাম মানুষের অধিকারসমূহকে সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে, এমনকি কোথাও মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ ফরয করেছে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।[৫]

অতএব, ইসলামে মানবাধিকার হলো কুরআন ও হাদীসে যেসব অধিকার মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। এগুলো ইসলামী চিন্তাধারা, আল্লাহর ইবাদত ও মানুষের স্বভাবজাত।[৬]

২. **অধিকারগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ :** ইসলামে মানবাধিকারসমূহ মহান আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে দান করা হয়েছে। এগুলো সৃষ্টির উপর স্রষ্টার অনুগ্রহ। তিনি যেগুলোকে অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন সেগুলো দান করেছেন আর যেগুলো অধিকার

৫. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

৬. ড. মুহাম্মদ জুহাইলী, *হুকুকুল ইনসান ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৩২-১৩৩

নয় বলে গণ্য করেছেন সেগুলো নিষেধ করেছেন। এটা একমাত্র মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত। মানুষের ভাল মন্দ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।[৭]

৩. **ইসলামে মানবাধিকার সবধরনের অধিকারকে শামিল করে :** ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সব ধরনের অধিকারকে মানবাধিকারে শামিল করে। এসব অধিকার ইসলামী শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকল মানুষের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলভেদে কোন পার্থক্য নেই।

৪. **ইসলামের মানবাধিকার চিরন্তন :** ইসলামে মানবাধিকারসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন। কখনও এগুলো পরিবর্তন হয়না। কেননা এসব অধিকার ইসলামী শরী'আতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৮] মানবরচিত আইন অবস্থাভেদে পরিবর্তন-পরিমার্জন হয়, কিন্তু আল্লাহর আইন চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল।

৫. ইসলামে মানবাধিকার সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়, বরং শরীআতের উদ্দেশ্য পরিপন্থী না হয়ে যেসব অধিকার ভোগ করা যায় এবং যেগুলো অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষতি করেনা সেগুলোই মানবাধিকার।[৯]

ইসলাম ও পাশ্চাত্য মানবাধিকারের পার্থক্য

বলাবাহুল্য যে, পাশ্চাত্য ও ইসলামী মানবাধিকারে সংজ্ঞায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য মানবাধিকার মাত্র ১৯৪৮ সালে রচিত, অন্যদিকে ইসলামের মানবাধিকার আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের। বরং মানবতার ঊষালগ্ন ইসলামের প্রথম নবী আদম আ. থেকেই ইসলামের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে বলা যায়, যেসব চিন্তা-গবেষণা ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো:

১- শুধু আকল বা বিবেকই হলো অধিকার ও স্বাধীনতার মূল মাপকাঠি। যদিও এ আকল দীনের কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করে। একমাত্র আকলই এসব মূল্যবোধ গ্রহণ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে বিচারক।

২- ধর্মনিরপেক্ষতা : জীবন ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখা হলো একমাত্র পদ্ধতি, যা এসব অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংগঠিত করবে।

৭. ড. সুলাইমান হুকাইল, হুকুকুল ইনসান ফিল ইসলাম ওয়াররাদ্দু 'আলাশ শুবহাতিল মুসারা হাওলাহা, রিয়াদ : ফাহরাসাত মাকতাবা মালিক ফাহাদ আল ওয়াতানিয়া, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৫৩

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

৩- 'স্বাধীনতা' ও 'সম-অধিকার' হলো সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। সমাজের অন্যান্য মূল্যবোধ এর অধীনে ও এর সাথে সংগঠিত হবে। এদুটো হলো 'স্থায়ী' ও 'মহাপবিত্র' বিষয়, এর কোন পূর্বসংস্কার করা যাবে না।

৪- ব্যক্তি জীবনে সুখ শান্তির জন্য তাকে মূল্যায়ন ও স্বার্থসমূহকে অনুমোদন করা হবে, যতক্ষণ সমাজের ভূমিকা ও স্বার্থের সাথে বিরোধ না হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী পটভূমি ও ব্যবস্থাপনায় এ শব্দাবলি ও পরিভাষাগুলোর অর্থ কিছুটা আলাদা। ইসলামে ও ইসলামী সমাজে মানবাধিকার ও এর আইন হলো:

১- 'শুধু বিবেক' ও 'ইন্দ্রীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার' বিপরীতে ইসলামে 'ওহী' হলো মূল্যবোধ ও মূলনীতির সর্বোচ্চ মাপকাঠি, যা থেকে স্থায়ী ও পবিত্রতম বিষয়গুলো নিসৃত হয়। তবে বিবেক ও ইন্দ্রীয় জ্ঞানের ভূমিকাকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে অবজ্ঞা করা হয় না।

২- 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বিপরীতে ইসলামে 'শরীআত ও দীনের' সাথে দুনিয়ার কাজ কর্মের ধারাবাহিক সামঞ্জস্য হলো একমাত্র পদ্ধতি, যার উপর ভিত্তি করে সমাজ চলে।

৩- 'স্বাধীনতা' ও 'সমানাধিকারের' বিপরীতে ইসলামে রয়েছে আল্লাহর জন্য 'ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice)। এ দুটো হলো ইসলামী সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, এগুলো বাস্তবায়ন করা হয়; তবে সংস্কার করা যায় না। এদুটোর অবস্থান সর্বাগ্রে, এর জন্য সমাজের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ ও এর সাথে সংগঠিত করা হয়।

৪- ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীতে ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ রয়েছে। একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় না করে পরস্পরের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করা করা।

৫- অন্যদিকে ইসলাম ও প্রচলিত আইনে মানবাধিকার লংঘনে শাস্তির মধ্যেও রয়েছে বিশাল পার্থক্য। যেমন, কোন মুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে হত্যার বিধান প্রচলিত আইন সমর্থন করে না। আবার হত্যার পরিবর্তে হত্যাও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো অস্বীকার করে। তারা এটাকে অমানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন মনে করে। এমনিভাবে বিবাহিত ব্যক্তির যিনার শাস্তি ইসলামে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা, কিন্তু প্রচলিত আইনে এটাকে নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সব অপরাধের মূলোৎপাটন করতেই কিছুটা কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে, যা মানুষের পক্ষে গভীর চিন্তা ভাবনা ছাড়া বুঝা অসম্ভব। সমাজ থেকে সব অন্যায় অবিচার দূর

করাই ইসলামের সব শাস্তির মূল লক্ষ্য। এ কারণেই কিসাসের বিধান শেষে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[১০]

মানবাধিকারের প্রকারভেদ

জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো: (ক) সমতা ও মর্যাদার অধিকার, (খ) নাগরিক অধিকার, (গ) রাজনৈতিক অধিকার, (ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার, (ঙ) সামাজিক অধিকার ও (চ) সাংস্কৃতিক অধিকার।[১১]

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে নাগরিক অধিকারসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। আর নাগরিক অধিকারসমূহ হলো:

১- জীবনের অধিকার, ২- স্বাধীনতার ও দাস না হওয়ার অধিকার, ৩- আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার, ৪- নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার, ৫- আদালতে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার, ৬- অন্যায়ভাবে গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার, ৭- অন্যায়ভাবে আটক বা নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার, ৮- গোপনীয়তার অধিকার, ৯- অভিবাসনের অধিকার, ১০- আশ্রয়ের অধিকার, ১১- পরিবার গঠনের অধিকার, ১২- সম্পত্তির অধিকার।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে নাগরিক অধিকার ও ইসলামে নাগরিক অধিকারসমূহ

নিম্নে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ও ইসলামের নাগরিক অধিকার সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। সাথে সাথে এদুয়ের মধ্যে তুলনা করা হলো এবং পরিশেষে দেখা যাবে, ইসলাম প্রদত্ত নাগরিক অধিকারসমূহ সর্বজনীন ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

১- জীবনের অধিকার

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

Article 3:

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

অনুচ্ছেদ-৩:

প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।[১২]

[১০]. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

[১১]. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান, *জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি*, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৌষ ১৪১৩/ ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৯৮

OIC এর Cairo Declaration-এ জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.

(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

ক) জীবন আল্লাহ প্রদত্ত এক নিয়ামত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধানের অধিকার ইসলাম স্বীকৃত। প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য-এ অধিকারকে যে কোন প্রকারে অবমাননা থেকে রক্ষা করা। শরীয়াহ নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

খ) এমন কোন কাজ করা বা উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, যা মানবজাতির ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ) স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারো জীবন রক্ষা করা শরীয়াহ নির্দেশিত একটি কর্তব্য।

ঘ) শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার জন্যই সুরক্ষিত, এ নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শরীয়াহ নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া এ অধিকার লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ।[১৩]

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে খুব কঠোরতা ও সাবধানতা অবলম্বন করেছে, যাতে কেউ অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্ন করতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

[১২]. Universal Declaration of Human Rights. http://www.un.org/en/documents/udhr/

[১৩]. THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM (কায়রো ঘোষণা), ধারা : ২ http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm

﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।[১৪]

কেউ অন্যকে হত্যা করলে তার বিরুদ্ধে কিসাসের বিধান রয়েছে, যাতে কেউ হত্যার মত জঘন্য পাপকাজ করতে সাহস না করে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[১৫]

দুনিয়ার শাস্তির সাথে সাথে পরকালীন শাস্তির কথাও কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ারির সাথে উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।[১৬]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ.....

সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষকে হত্যা করা...।[১৭]

১৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩
১৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮-১৭৯
১৬. আল-কুরআন, ৪: ৯৩।
১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা, ওয়া মান আহইয়াহা..., বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৬৪৭৭

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

কোনো মু'আহাদকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।[১৮]

রাসূলুল্লাহ স. সকল মানুষকে সম্বোধন করে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُم

নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পরের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের (অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) পবিত্র, যেরূপ তোমাদের এই দিন পবিত্র তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ শহরে।[১৯]

আত্মহত্যাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করেছে। কুরআনে এসেছে,

﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।[২০]

আত্মহত্যার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাবিত ইবন যাহ্হাক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দীনের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে, সে যেমন বলল তেমনই হবে আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।[২১]

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জিযইয়া ওয়াল মুযাদা'আহ, পরিচ্ছেদ : ইছমু মান কতালা মু'আহাদান বি-গাইরি জুরমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৯৫
১৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-'ইল্‌ম, পরিচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স., রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'আ মিন সামি'ইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৭
২০. আল-কুরআন, ৪ : ২৯
২১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী কতিলিন নাস্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৯৭

যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শাবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেই নিজেকে বর্শাবিদ্ধ করে শাস্তি দিতে থাকবে।[২২]

শিশুকে রক্ষা করা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদেরকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেয়া, কঠিন পরিশ্রমের কাজে তাদেরকে না লাগানো, তাদেরকে ভালোবাসা, শিশু হত্যা বন্ধ করা ইত্যাদি ইসলামের অমোঘ বিধান। আল্লাহ বলেছেন,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা।[২৩]

শিশুর দুগ্ধ পান ও লালন পালনের অধিকার সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।[২৪]

শিশু হত্যা মহাপাপ। এসম্পর্কে কুরআনে এসেছে ,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?[২৫]

২- স্বাধীনতার ও দাস না হওয়ার অধিকার

Article 4:

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

অনুচ্ছেদ-৪:

কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী কতিলিন নাস্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৯৯

২৩. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

২৫. আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

কায়রো ঘোষণাতে বলা হয়েছে:

Article-11

(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

ধারা: ১১

ক) প্রতিটি মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। কাউকে দাসত্বে আনা, লাঞ্ছনা বা অবমাননা করা, শোষণ করা বা তাকে হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে বশ্যতা স্বীকারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

খ) দাস প্রথার সবচেয়ে কুৎসিত রূপ হিসেবে পরিগণিত সব ধরনের উপনিবেশিকতা সম্পর্ণ নিষিদ্ধ। উপনিবেশিকতার শিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে স্বাধীনতা ও স্বীয় লক্ষ্য নির্ধারণের অধিকার। প্রতিটি রাষ্ট্র ও জনগণের কর্তব্য, এসব মানুষকে তাদের যাবতীয় ঔপনিবেশিক কুপ্রভাব এবং দখলদারিত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার সংগ্রামে সমর্থন যোগান। দুর্দশাগ্রস্ত এসব দেশ ও জনগণের অধিকার রয়েছে তাদের স্বকীয় পরিচয় সংরক্ষণ ও তাদের সমস্ত বিত্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার।

ইসলামে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাকে দাস বানানো যাবে না। যে জাতি নিজের স্বাধীনতার সংগ্রাম করে, তার জন্য সাহায্য করা সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজের কর্তব্য। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, যা পালনে কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই।[২৬]

২৬. ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি*, অনুবাদ : হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল আইড বাংলাদেশ, পৃ. ৫৪

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে (স্বাধীনভাবে বাস করার) ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।[২৭]

মানুষের প্রকৃত রূপ হলো, সে মাটি থেকে সৃষ্ট, তাকে গর্ব অহঙ্কার দূর করতে হবে, সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে, এতে নারী পুরুষ কাউকে বিশেষত্ব দেয়া হয়নি, বরং সবারই গন্তব্য হলো মাটি। প্রকৃত পার্থক্য হলো তাকওয়া অবলম্বন। যে ব্যক্তি মুত্তাকি সেই সফলকাম। কুরআনে এসেছে ,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[২৮]

'উমর রা. বলতেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রা. বলতেন, "আবূ বকর রা. আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতা বিলাল রা. কে"।[২৯]

৩- আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার

Article 6:

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

অনুচ্ছেদ-৬:

আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

---

২৭. আল-কুরআন, ২২ : ৪১

২৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

২৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফাযায়িলুস সাহাবা, পরিচ্ছেদ : মানাকিবু বিলালিবনি রাবাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৪৪

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلاَلًا»

Article 7:

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

অনুচ্ছেদ-৭:

আইনের কাছে সকলেরই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের লঙ্ঘনজনিত বৈষম্য বা এরূপ বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

কায়রো ঘোষণায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

Article 19:

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

ধারা-১৯

ক) শাসক এবং শাসিত নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান।

মানবাধিকারের মূলে রয়েছে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সবার সমানাধিকার। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইসলাম ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। ইসলামের বিধানের সামনে সবাই সমান। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৩০]

অন্যদিকে নারী পুরুষ যেই অন্যায় করবে, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে তাদের উভয়কেই সমানভাবে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে।[৩১]

---

৩০. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৩১. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।[৩২]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত যে, উসামা রা. জনৈকা মহিলার ব্যাপারে নবী স. এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আতরাফ (নিম্নশ্রেণীর) লোকদের উপর শরী'আতের শাস্তির বিধান কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৩৩]

৪- নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার

Article 5:

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

অনুচ্ছেদ-৫:

কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।

কায়রো ঘোষণায় বলা হয়েছে,

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

ধারা: ২

ঘ) শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার জন্যই সুরক্ষিত, এ নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শরীয়াহ নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া এ অধিকার লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ।

ইসলামে অভিযুক্ত তো দূরের কথা, অপরাধীকেও অবৈধভাবে দৈহিক নির্যাতন করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

৩২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৩৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : ইকামাতিল হুদূদ 'আলাশ-শারীফ ওয়াল ওযী', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪০৫

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

যারা দুনিয়ায় মানুষকে নির্যাতন করে, তাদেরকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে।[৩৫]

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلا عَلَى نَفْسِهِ، لا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ

জেনে রাখ, প্রত্যেক অপরাধী নিজেই তার অপরাধের পরিণাম ভোগ করবে। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।[৩৬]

এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী হলো,

﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।[৩৭]

৫- জাতীয় আদালতে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

Article 8:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

অনুচ্ছেদ-৮:

যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

৩৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিরর ওয়াসসিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : ওয়া'য়ীদ আশ-শাদীদ লিমান ইউয়াযযিবুন নাস বিগাইরী হাক, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং-৬৮২৪

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল- ঈমান, পরিচ্ছেদ : আল-মুসলিম মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০

৩৬. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : লা ইয়াজনি আহাদুন আলা আহাদ, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২০৪; হাদীসটির সনদ সহীহ।

৩৭. আল-কুরআন, ৫২ : ২১

কায়রো ঘোষণার ধারা -১৯-এ বলা হয়েছে,

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

খ) ন্যায়বিচার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য।

ইসলাম শুধু সৎ ও ন্যায় মানুষের অধিকারই দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং একজন অপরাধীকেও প্রাপ্তব্য মানবাধিকার দিয়েছে। অপরাধীকে ঘৃণা করতে নিষেধ করেছে বরং তার পাপকে ঘৃণা করতে বলা হয়েছে। তাকে ভালো হওয়া ও শোধরানোর সুযোগ দিয়েছে। তওবার দরজা খোলা রেখেছে। তার উপর জুলুম করা যাবে না। কুরআনে এসেছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৩৮]

﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾

কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে।[৩৯]

মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাতিব ইবন আবী বালতা'আ রা. নামে একজন সাহাবী তার পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার জন্য একজন বৃদ্ধা নারীর হাতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে গোপনে একটি চিঠি পাঠান। এতে রাসূলুল্লাহ স. এর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা উল্লেখ ছিল। মহানবী স. বিষয়টি অবহিত হয়ে আলী রা., যুবায়ের রা. ও মিকদাদ রা. কে সে বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠান। তাঁরা পত্রটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তখন হাতিব রা. কে তলব করে প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাযির করা হলো। তিনি অত্যন্ত লজ্জা সহকারে নম্রভাবে বিনীত কণ্ঠে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাফের ও মুরতাদ কোনটাই হইনি। বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করিনি। আমার সন্তানেরা মক্কায় রয়েছে। সেখানে আমার সহায়তাকারী কোন গোত্র নেই। পত্রটি আমি কেবল এজন্যই লিখেছি যে, কুরাইশরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার করে অন্তত আমার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে না। স্পষ্টত এটা প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার। এ পত্র কুরাইশরা পেলে মুসলমানদের এ যুদ্ধের গোটা পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে যেতো। সময়ের প্রেক্ষাপটে অপরাধের গুরুত্ব

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৩৯. আল-কুরআন, ৫ : ২

অনুধাবন করে উমর রা. ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, এ বিশ্বাসঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দেই"। কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. কোমল কণ্ঠে বললেন, উমর! হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।[৪০]

হাতিব রা.-এর এ মুক্তি একদিকে মানব প্রাণের মর্যাদা, অপরদিকে মারাত্মক অপরাধের প্রকাশ্য আদালতে শুনানী ও অপরাধীর সাফাই এর সুযোগ দানের নযীরবিহীন ঘটনা। পৃথিবীর কোন সরকার না এই ধরনের অপরাধীকে কখনো প্রকাশ্য আদালতে হাযির করত, আর না কোন আদালত এরূপ মারাত্মক অপরাধ ও অপরাধীকে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি মূলক যবানবন্দীর পর মৃত্যুদণ্ডের চাইতে কম শাস্তি দিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. হাতিব রা. -এর অতীত বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তার বর্ণনার সত্যতা বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা; কোন সাধারণ শাস্তিও দেননি।

৬- অন্যায়ভাবে গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার

Article 9:

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

অনুচ্ছেদ-৯:

কাউকে খেয়াল খুশীমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না।

৪০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতুল ফাত্হ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪০২৫

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّه بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَة قُلْنَا لَهَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِه رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيه مِنْ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه لا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ يَقُولُ كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّه دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ إِلَى قَوْلِه فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ }

কায়রো ঘোষণার ধারা-২০ এ বলা হয়েছে,

> It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him.

বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা কেড়ে নেয়া, তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অনুমোদিত নয়।

নবী স. ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে বহু ঘটনা রয়েছে যা সাক্ষ্য বহন করে যে, ইসলামী রাষ্ট্র কোন নাগরিককে যথারীতি মামলা পরিচালনা ও অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে বন্দী রাখা যায় না। "একবার রাসূলুল্লাহ স. মসজিদে নববীতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণ চলাকালে একলোক দাঁড়িয়ে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশীকে কোন অপরাধে বন্দী করা হয়েছে? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলো। তিনি ভাষণ দিতেই থাকেন। এবারেও লোকটির প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার লোকটি দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করলো। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও"।[৪১]

রাসূলুল্লাহ স.-এর দু'বার নীরব থাকার কারণ ছিল, শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রেফতারকৃত লোকটির কোন অপরাধ থাকলে তিনি দাঁড়িয়ে তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু তার নীরবতার দরুন মহানবী স. বুঝতে পারলেন যে, লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই তিনি তাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন।

উমার রা.-এর যমানায় ইরাক থেকে এক লোক এসে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি যার না আছে আগা, না আছে গোড়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কী? সে বলল, আমাদের দেশে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বেসাতি চলছে। উমার রা. অবাক হয়ে বললেন, কী বল, এই জিনিস শুরু হয়ে গেছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিত থাকো, আল্লাহর শপথ! ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকে বিনা বিচারে আটক করা যায় না।[৪২]

---

৪১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়া, পরিচ্ছেদ : আল-হাবসু ফিদ-দীন ওয়া গায়রিহ্, বৈরূত : দারুর কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৩৬৩৩

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ -: إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ»

৪২. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আকদিয়া, পরিচ্ছেদ : আশ-শাহাদাত, মুয়াস্সাসাতু যায়দ বিন সুলতান আলি নাহিয়ান, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ২৬৬৬

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: «قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟. قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ».

এ হাদীস থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলামে উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না, আর পারে না তাকে বন্দী করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে।[৪৩]

৭- অন্যায়ভাবে আটক বা নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার

Article 10:

> Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

অনুচ্ছেদ-১০ :

প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে।

Article 11:

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

অনুচ্ছেদ-১১ :

ক) কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয়া, এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

---

৪৩. সালাহুদ্দীন, *মৌলিক মানবাধিকার*, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ২১৫

খ) কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাবাস্ত করা চলবে না, যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয় থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে বেশী শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

কায়রো ঘোষণার ধারা-১৯ এ বলা হয়েছে,

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

ঙ) নিরপেক্ষ বিচারের বা শুনানির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দোষ। এ নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ায় বা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে।

ধারা-২০ এ বলা হয়েছে,

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him.

বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা কেড়ে নেয়া, তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অনুমোদিত নয়।

আদালতে তাকে আত্মপক্ষ অবলম্বন ও স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছে। কাউকে অপরাধী বলা মানেই সে অপরাধী হয়ে যায় না। হতে পারে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ। তাই তাকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ দিতে হবে। অপরাধীর শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর গর্ভের ভ্রূণের অধিকারটিও দিতে কার্পণ্য করেনি। অপরাধীকে ভর্ৎসনা না করে তার জন্য কল্যাণ কামনা করতে নির্দেশ দিয়েছে। যতদূর সম্ভব মুসলিম নাগরিককে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার চেষ্টা করা, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দেয়া। কাউকে মুক্তি দিতে ভুল করার চাইতে শাস্তি দিতে ভুল করাই বিচারকের জন্য শ্রেয়। এসব আদর্শ নিম্নোক্ত হাদীসে দেখতে পাই,

সুলাইমান ইবন বুরায়েদ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "মায়েয ইবন মালিক নবী স. এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি অল্পদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী স. আগের মতই কথা বললেন, যখন চতুর্থবার মায়েয একই কথা বললো, তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, কোন (বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বললো, ব্যাভিচার হতে। সূতরাং রাসূলুল্লাহ স. তার (সঙ্গী সাথীদের নিকট) জিজ্ঞাসা করলেন, তার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে। তখন

তাঁকে জানানো হল যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মদ্যপান করেছে। তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল এবং তার মুখ শুকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ স. ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? প্রতি উত্তরে সে বললো, জী হ্যাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ স. তার প্রতি (ব্যভিচারের শস্তি প্রদানের) নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। সুতরাং এ ব্যাপারে জনগণ দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয়ই সে (মায়েয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তার পাপ কার্যত তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মায়েয এর তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবার অনুশোচনা) আর হয় না। সে প্রথমে নবী স. এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তার হাতের উপর রাখলো। এরপর বললো আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন। বর্ণনা কারী বলেন, "দু-তিন দিন পর্যন্ত মানুষ কেবল এ কথাই বলাবলি করছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ স. আগমন করলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সাহাবীগণ বসে আছেন। তিনি প্রথমে সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মায়েয ইবন মালিক এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন তারা বললেন, আল্লাহ মায়েয ইবন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ স. বললেন, সে এমনভাবে তাওবা করেছে যে, যদি তা কোন সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে বণ্টন করা হয়, তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর নিকট আযদ গোত্রের গামিদ পরিবারের এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। তখন মহিলা বললো, আপনি ইচ্ছা করছেন যে, আমাকেও আপনি তেমনিভাবে ফিরিয়ে দিবেন- যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়েয ইবন মালিককে? তখন তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে। মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি স্বেচ্ছায় তা করেছ। সে প্রতি উত্তরে বলল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী স. এর নিকট এসে বলছেন, গামেদীয় মহিলা তার সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে রজম করতে পারিনা। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তিনি তাকে পাথর-নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন।"[৪৪]

---

৪৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : মানি' তারাফা 'আলা নাফসিহি বিয-যিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫২৭

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স. মায়েয রা. কে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করেছেন। মায়েযের যবানবন্দী ও তার গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদানের বেলায় তিনি এমন কোন কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন, যার দরুণ তার জীবন বাঁচানো যেতে পারে। তিনি মদ পানের নেশা বা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণও অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু মুক্তির কোন উপায় না পেয়ে চূড়ান্ত রায় দেন।[৪৫]

আব্বাসী আমলের প্রধান বিচারপতি কাযী আবু ইউসুফ রহ. আটকাদেশ সম্পর্কে বলেন,

> কেউ কোন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তার ভিত্তিতে তাকে জেল হাজতে চালান দেয়া জায়িযও নয় এবং জায়িয হওয়ার কোন অবকাশও নেই।[৪৬] রাসূলুল্লাহ স. শুধু অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করতেন না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে বাদী-বিবাদী উভয়কে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। বাদীর কাছে কোন সঙ্গত প্রমাণ থাকলে তার পক্ষে রায় দিতে হবে নতুবা বিবাদীর নিকট থেকে জামানত নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি এরপরে বাদী কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তো বেশ, অন্যথায় বিবাদীর সাথে বিরূপ ব্যবহার করা যাবে না।[৪৭]

৮- গোপনীয়তার অধিকার

Article 12:

> No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، .. إلخ

৪৫. সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৪৬. তবে জুমহুর ফকীহগণের মতে, অবস্থাভেদে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা জায়িয। তবে এটা সঠিক যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি দুরাচারী হিসেবে সমাজে পরিচিত না হয় এবং অভিযোগের পক্ষেও যদি কোনো শক্তিশালী আলামত পাওয়া না যায়, তা হলে তাকে কেবল অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করে রাখা জায়িয নেই। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি সদাচারী না-কি দুরাচারী, তা যদি জানা না যায়, তা হলে অধিকাংশ ফকীহের মতে, তাকে তার সাধারণ নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা জায়িয। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ, চোর ও খুনী ইত্যাদি অপরাধী হিসেবে পরিচিত হয়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা জায়িয তো বটেই; বরং শ্রেয়। (ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, পৃ. ১০১-১০৪; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৫, পৃ. ২৯৪)

৪৭. ইমাম আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.১৯০-১

অনুচ্ছেদ-১২ :

> কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা চলবে না।

কায়রো ঘোষণার ধারা-১৮ এ বলা হয়েছে,

> (b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.
>
> খ) প্রত্যেকেরই জীবন-যাপন ও কাজকর্মে, নিজ বাড়িতে, নিজ পরিবারে, নিজ সম্পত্তির ব্যাপারে এবং আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে নিরূপদ্রবে থাকার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তির উপর গুপ্তচরবৃত্তি, তাকে নজরে বা পাহারায় রাখা অথবা তার সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্র তাকে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক যে কোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে।

কারো সম্মানহানীকর কিছু করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। কারো গোপনীয় ব্যাপারে নাক গলানো যাবে না। কাউকে উপহাস ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যকর কিছু বলাও হারাম করেছে। পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন,

> ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
>
> নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।[৪৮]

---

৪৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০-১১

হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজী করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ-করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচা-কেনার চেষ্টা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। তাকওয়া এইখানে, এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ স. তিনবার তার বুকের প্রতি ইশারা করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও ইযযত-আবরু হারাম।[৪৯]

৯- জাতীয়তা ও অভিবাসনের অধিকার

Article 13:

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

অনুচ্ছেদ-১৩ :

ক) নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

Article 15:

(1) Everyone has the right to a nationality.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

অনুচ্ছেদ-১৫ :

ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুস যুলমিল মুসলিমি ওয়া খাযলিহী..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫২৭

কায়রো ঘোষণার ধারা-১২ তে বলা হয়েছে,

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country.

ধারা: ১২

শরীয়াহ্-নির্দেশিত সীমার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্বদেশের সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং সে যদি নির্যাতিত হয় তাহলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ইসলামে জাতীয়তা ও অভিবাসনের অধিকার নিম্নোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় ,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্যও, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী।[৫০]

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্থানান্তর, নিজ জন্মস্থান থেকে অন্যত্র হিজরত করা, স্থায়ীভাবে অভিবাসী হওয়া এবং পুনরায় জন্মস্থানে ফিরে আসার অধিকার দিয়েছে। এতে তাকে কোন রকম বাঁধা দেয়া বা হয়রানী করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেছেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান। [৫১]

আল্লাহ আরো বলেছেন

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।[৫২]

৫০. আল-কুরআন, ৫৯ : ৮

৫১. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

৫২. আল-কুরআন, ৪ : ৯৭

কাউকে তার দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা বা তাড়িয়ে দেয়া জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ বলেছেন ,

﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

বল, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়।[৫৩]

ইসলামে দু'ধরনের নাগরিকত্ব রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম জাতি ও জিম্মি তথা অমুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। মুসলিমরা স্থায়ী বাসিন্দা হোক বা অভিবাসী হোক সবাই একে অপরের বন্ধু। কিন্তু এ ধরনের বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক সনদে উল্লেখ নেই। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে।[৫৪]

ইসলাম শুধু মুসলিমকেই নিরাপত্তার অধিকার দেয়নি, বরং অমুসলিমকেও ন্যায়বিচার, ধর্ম পালন, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছে। অমুসলিমের সাথে সুন্দর আচরণ করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন,

﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।[৫৫]

৫৩. আল-কুরআন, ২ : ২১৭
৫৪. আল-কুরআন, ৮ : ৭২
৫৫. আল-কুরআন, ৬০ : ৮-৯

অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি চুক্তিকারীর উপর যুলুম করবে বা চুক্তি ভঙ্গ করবে, বা তাঁর সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিবে বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া বেশী নিবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবো।[৫৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সাথে কোন চুক্তি করলে তা পূরণ করা এবং তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণে কার্পণ্য না করা ওয়াজিব। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা চুক্তিকারীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।[৫৭]

বকর ইবন ওয়াইল গোত্রের এক লোক উমর রা.-এর যুগে এক জিম্মিকে হিরা নামক স্থানে হত্যা করলে তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দেন। তাকে (হত্যাকারীকে) তাদের হাতে তুলে দিলে তারা (নিহতের অভিভাবকরা) তাকে হত্যা করে ফেলে।[৫৮]

পক্ষান্তরে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘুর এ ধরনের নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক কোন সনদই দিতে পারেনি। একমাত্র ইসলামই সব অমুসলিমের জাতীয়তা ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

১০- আশ্রয়ের অধিকার

Article 14

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

৫৬. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : তা'শীরু আহলিয যিম্মাতি ইযাখতালাফূ বিত্তিজারাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৫৪ ; আল-আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৫৭. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : মান কতালা মু'আহাদান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৮৬; হাদীসটির সনদ সহীহ।
৫৮. ইমাম বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, তাহ্কীক : মুহাম্মাদ 'আব্দুল কাদির 'আতা, মক্কা মুকাররমা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., হাদীস নং- ১৫৭০৬

أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

অনুচ্ছেদ-১৪:

নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও আশ্রয় লাভ করার অধিকার রয়েছে। অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে।

কায়রো ঘোষণাতে ধারা-১২ তে বলা হয়েছে,

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.

শরীয়াহ্-নির্দেশিত সীমার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরার, স্বদেশের সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং সে যদি নির্যাতিত হয় তাহলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে। আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে আশ্রয় প্রার্থনাকারী অবশ্যই শরীয়াহ নির্দেশিত কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

কায়রো ও আন্তর্জাতিক সনদের মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য হলো, কায়রো ঘোষণায় শরীয়াহ নির্দেশিত কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত না হলে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আশ্রয় দেয়া যাবে। চাই তা রাজনৈতিক হোক বা অরাজনৈতিক। কিন্তু আন্তর্জাতিক সনদে অপরাধটা অরাজনৈতিক ও জাতিসংঘের মূলনীতি বিরোধী না হলেই আশ্রয় দেয়া যাবে।

ইসলাম প্রত্যেক মজলুম ও নির্যাতিত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার দিয়েছে, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। কোন অমুসলিম মুসলিমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾

আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে।[৫৯]

মক্কার মসজিদুল হারাম সকল মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কোন মানুষকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন সনদ বা আইনে সকল মানুষের জন্য এমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।[৬০]

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾

নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি।[৬১]

১১. পরিবার গঠনের অধিকার

Article 16:

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

অনুচ্ছেদ-১৬ :

পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম-অধিকার রয়েছে। কেবল বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক এর সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

---

৫৯. আল-কুরআন, ৯ : ৬
৬০. আল-কুরআন, ৩ : ৯৭
৬১. আল-কুরআন, ২২ : ২৫

কায়রো ঘোষণাতে বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Article 5:

(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

(b) Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

ধারা: ৫

ক) সমাজের বুনিয়াদ হলো পরিবার এবং পরিবার গঠনের ভিত্তি হলো বৈবাহিক প্রথা। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার আছে। গোত্র, বর্ণ বা জাতীয়তার কারণে উদ্ভূত কোন প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদেরকে এ অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

খ) সমাজ এবং রাষ্ট্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করার দায়িত্ব নেবে এবং বৈবাহিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলবে। পরিবারের নিরাপত্তা বিধান ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করবে সমাজ ও রাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ধর্মের বাঁধা উপেক্ষা করে যে কোন ধর্মের লোকই কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কায়রো সনদেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। ইসলামে 'বিবাহ' কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থাই নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একজন স্ত্রী শুধু দুনিয়ারই সঙ্গী নন, বরং পরকালেও সে জান্নাতে সাথী হবেন। দীনের বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা অপরিহার্য। সে জন্যই ইসলাম মুসলমানকে মুসলমানের সাথেই বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। এর হিকমত সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾

আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান

আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন।[৬২]

বিবাহ-শাদীকে আল্লাহর একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে আখ্যা করা হয়েছে এবং একে আত্মার প্রশান্তির মাধ্যম বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[৬৩]

বিবাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আর আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হল সে আমার আদর্শভুক্ত নয়।[৬৪]

তালাকের ক্ষেত্রেও ইসলামে রয়েছে সুন্দর বিধান। ইসলাম কোনভাবেই একটা সংসারকে ভেঙ্গে দিতে চায় না। সংসার টিকিয়ে রাখতে ইসলাম সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। কিন্তু কোনভাবেই যদি তা সম্ভব না হয় তবে তালাকের ব্যবস্থা রেখেছে। কুরআনে এসেছে,

﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার

৬২. আল-কুরআন, ২ : ২২১
৬৩. আল-কুরআন, ৩০ : ২১
৬৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আত-তারগীব ফিন-নিকাহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭৭৬

থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত।[৬৫]

তালাকের পরে নারী পুরুষ উভয়কে পুনঃবিবাহ বন্ধনের অনুমতি দিয়েছে।

১২- সম্পত্তির অধিকার

Article 17:

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

অনুচ্ছেদ-১৭:

প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুশিমত বঞ্চিত করা চলবে না।

কায়রো ঘোষণার ধারা-১৪ ও ১৫ তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Article -14

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগের অধিকার সবার রয়েছে। তবে তা যেন স্বেচ্ছাচারমূলক বা প্রতারণামূলক না হয় এবং তাতে নিজের বা অন্যের কোন রূপ ক্ষতি সাধিত না হয়। সূদ নেয়া বা দেয়া সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ।

Article -15

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

ক) বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পত্তির ওপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং নিজের, অন্যদের বা সাধারণভাবে সমাজের অন্য সদস্যদের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন না করে এ সম্পত্তি ভোগ-দখলের যাবতীয় অধিকার তার রয়েছে। জনস্বার্থে দখলীকৃত জমি বা সম্পত্তির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তিসঙ্গত মূল্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কাউকে তার নিজ জমি বা সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত করা যাবে না।

৬৫. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪-৩৫

ইসলাম পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কোনটিকেই পুরোপুরি সমর্থন করে না। ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপ্রকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা খুবই নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। ইসলামী সমাজে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। ধনীদের উপর সম্পদে দান সদকা, যাকাত ইত্যাদি কর্তব্য পালন করতে হয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।[৬৬]

ইসলাম সম্পদকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে। নিজে চাষ না করতে পারলে অন্যকে দিয়ে চাষ করাতে আদেশ দিয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

যার নিকটে জমি আছে সে যেন তা নিজেই চাষ করে। আর সে যদি নিজে চাষ না করে, তাহলে যেন তার অন্য ভাইকে চাষ করতে দেয়।[৬৭]

ইসলাম শুধু নারী পুরুষকেই সম্পত্তিতে অধিকার দেয়নি; বরং পেটের ভ্রূণ ও নবজাতককেও সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে। এতে ছেলে মেয়ে কাউকে পার্থক্য করেনি। সবাই অংশহারে সম্পত্তির মালিক হবে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।[৬৮]

ইসলামের যাবতীয় কাজেই রয়েছে মানবতা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি একজন মৃতব্যক্তিকেও কিভাবে সম্মানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়া হবে সে ব্যাপারেও ইসলাম মানবতা দেখিয়েছে। পশ্চিমাদের মানবতা শুরু হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে আর ইসলামের মানবতা শুরু হয়েছিল আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগ থেকে। ইসলাম প্রত্যেককেই তার অধিকার ন্যায্যভাবে দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামী শরী'আহর বাস্তবায়ন না থাকায় ইসলামের উদারতাগুলো আড়ালে লুকিয়ে আছে। মানবতা আজ চিৎকার করছে একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায়, কিন্তু যারাই আজ মানবতার বুলি আওড়াচ্ছে তাদের দ্বারাই মানবতা বেশি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। একমাত্র ইসলামই পারে বিশ্বকে মুক্তির বাণী শুনাতে,

৬৬. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

৬৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বয়ূ', পরিচ্ছেদ : কিরাইল আরয, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৯৯৮

৬৮. আল-কুরআন, ৪ : ১১

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্ব ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে, মানবতার জয়গান গাইতে, নারীর মর্যাদা ও মুক্তি দিতে, শ্রম ও শ্রমিকের ন্যায্য মূল্য দিতে, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার অধিকার নিশ্চিত করতে, মুসলিম অমুসলিম সবার সমান অধিকার দিতে। ইসলামী সমাজে শান্তিপ্রিয় মানুষের যেমন কদর, তেমনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর কঠোর সাজা। এটাই ইসলাম। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

তবে ইসলাম ও প্রচলিত মানবাধিকারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, যা নাগরিক অধিকার আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে। মানবাধিকার সনদকে কারো মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। অনুচ্ছেদ- ৩০ এ বলা হয়েছে, এই ঘোষণার উল্লিখিত কোন বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না, যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে।[৬৯]

পক্ষান্তরে ইসলামে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[৭০]

উপসংহার

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কেননা সে অধিকারসমূহ শুধু সরকার ও রাষ্ট্রসমূহের মুকাবিলায় চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ শুধু এতটুকু দাবীই করতে পারে যে, সে বাঁচার, স্বাধীনতা ভোগ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা-জাতীয়তা, প্রজন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ধন-সম্পদের পরিমাণ বা সামাজিক মৌলিকতা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদির দিক দিয়ে পার্থক্যহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার দিতে হবে। কিন্তু এ ঘোষণায় মানুষ হিসেবে তারই ভাই অপর মানুষের উপর তার অধিকার রয়েছে, সে বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখিত হয়নি। শুধু এতটুকুই

৬৯. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights) থেকে সংগৃহীত http://www.un.org/en/documents/udhr/

৭০. আল-কুরআন, ৪ : ৫৯

বলে শেষ করা হয়েছে যে, "নাগরিকগণ পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃত্বের ভাবধারাপূর্ণ আচরণ করবে", অথচ আসল ব্যাপার হলো, মানুষের একজনের উপর অপরজনের যে অধিকার, রাষ্ট্র সরকারের উপর নাগরিকের অধিকারের তুলনায় তা অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। বস্তুত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই মানব জীবনের সার নির্যাস। একারণেই কুরআন ও সুন্নাহ এ মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের কথা একই সাথে ব্যাপকভাবে ও শক্তিসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে যেমন পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্যের কথা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে সন্তানের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। স্বামীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। ভাই ও নিকটাত্মীয়ের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথাও একই সাথে পাশাপাশি বলা হয়েছে। প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, গরীব-মিসকিন, ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক, শাসক-শাসিত প্রভৃতির পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় অধিকার ও কর্তব্যের যত দিক ও শাখা আছে তার কোন একটিও কুরআন ও সুন্নাহ-এ বাদ পড়েনি।

জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার আরেকটি অসম্পূর্ণতা হলো, তাতে শুধু অধিকারের কথা বলা হয়েছে, কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। আর অধিকারের ব্যাপারটিকেও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে স্বাধীনতা, শান্তি, নিরাপত্তা, সাম্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ধর্মপালন ইত্যাদি মাত্র কয়েকটির মধ্যে। মানুষের অধিকারের সাথে কর্তব্য ও দায়িত্ব কোথায়? আমানতদারী রক্ষা, আমানতের জিনিস প্রকৃত মালিকের নিকট প্রতিশ্রুত সময়ে যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ করা কি কর্তব্য নয়? মানুষের উপর তারই মত অন্য মানুষের কি কোন অধিকার নেই? অধিকার কি একতরফা? অপর লোকের সে অধিকার যথারীতি আদায় করা কি কর্তব্য নয়? সে কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা না হলে মানবাধিকার কি একতরফা হয়ে যায় না?

মানুষকে ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কি মানুষের কর্তব্যভুক্ত নয়? কর্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, অসৎ পন্থায় মানুষের ধন-সম্পদ হরণ না করা, জুলুম থেকে বিরত থাকা, ধোঁকা না দেয়া, কাউকে না ঠকানো, বিশ্বাস ভঙ্গ না করা, মুনাফিকি না করা, মিথ্যা না বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া, উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া, নম্রতা, সহৃদয়তা, দয়ার্দ্রতা গ্রহণ, কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ না করা, কারো দোষ ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো, গিবত না করা, চোগলখুরী না করা, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো থেকে বিরত থাকা, এককথায় সব ভালো গুণে গুণান্বিত হওয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাও তো মানুষের কর্তব্য।[৭১]

৭১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২২-২৩